তারিখ 22 MAY 2009

যায়যায়দিন

খুলনার বিএল কলেজে ছাত্রলীগের তাণ্ডব

খুলনা অফিস

খুলনার দৌলতপুরে সরকারি বিএল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে সিট বরাদ্দকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগ কর্মীরা অধ্যক্ষের কক্ষসহ প্রায় ১০টি কক্ষ ভাংচুর করেছে। এ সময় তাদের তাণ্ডবে আহত হয়েছেন শিক্ষক-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীসহ ১০ জন। এ ঘটনা তদন্তে, পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

আহতরা হলেন- ইসলামের ইতিহাস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আনজুম সুলতানা, সহযোগী অধ্যাপক সরদার জাফর আলী, রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্র তুহিন, জেসমিন আক্তার, অর্থনীতি বিভাগের ছাত্র আজিজুর রহমান ও শাহিনুর রহমান এবং ইসলামের ইতিহাস বিভাগের অফিস সহকারী শেখ ইদ্রিস আলী প্রমুখ।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, বিএল কলেজের শহীদ মুহাম্মদ মহসিন ছাত্রাবাসের ১০০ আসনের মধ্যে ৭০টি দলীয় কোটায় বরাদ্দের জন্য ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে তালিকা দেয়া হয়। কিন্তু ১২ ও ১৩ মে মৌখিক

তাণ্ডব : পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪
ছবি : পৃষ্ঠা-১৬

তাণ্ডব : খুলনার

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

পরীক্ষার মাধ্যমে কর্তৃপক্ষ মেধাতালিকার ভিত্তিতে আসন বরাদ্দ করে। এতে ছাত্রলীগ সমর্থিতরা মাত্র তিনটি সিট পায়।

জানা যায়, নোটিশ বোর্ডে আসন বরাদ্দ তালিকা দেখে ছাত্রলীগ কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। তারা সংগঠিত হয়ে সকাল ১১টায় প্রথমে কলেজ অধ্যক্ষের রুমে হামলা চালিয়ে ব্যাপক ভাংচুর করে। পর্যায়ক্রমে রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইংরেজি, অর্থনীতি, জীব বিজ্ঞান, দর্শন, ব্যবস্থাপনা, হিসাব বিজ্ঞান, পদার্থ, ইসলামের ইতিহাস ও গণিতসহ কয়েকটি বিভাগে হামলা চালায়। তারা অধ্যক্ষের বাসভবন লক্ষ্য করেও ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে।

ঘটনার পর ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়। পুলিশের উপস্থিতিতেও ছাত্রলীগ কর্মীরা তাণ্ডব অব্যাহত রাখে বলে সাধারণ শিক্ষার্থীদের অভিযোগ। পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হলে দুপুরে অধ্যক্ষ ড. আহম্মেদ রেজার সভাপতিত্বে শিক্ষকরা জরুরি বৈঠকে বসেন। বৈঠকে আসন বরাদ্দ সাময়িক স্থগিত রেখে আগামী রবিবার সব ছাত্র সংগঠনের উপস্থিতিতে বিষয়টি নিরসনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

ওই বৈঠকে ক্যাম্পাসে হামলা, ভাংচুর ও আহতের ঘটনায় কলেজ উপাধ্যক্ষ প্রফেসর খুরশিদা বেগমকে আহ্বায়ক করে পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিকে ২৭ মের মধ্যে রিপোর্ট দাখিল করতে বলা হয়েছে।

কলেজ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক দোলন মিস্ত্রি বলেন, ঘোষিত ফলাফল তারা মানে না। ফলাফল ঘোষণায় অনিয়মের অভিযোগ এনে তিনি বলেন, তাদের দাবি অনুযায়ী আসন বরাদ্দ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।

কলেজ অধ্যক্ষ ড. আহমেদ রেজা বলেন, মেধার ভিত্তিতে আসন বরাদ্দ দেয়ায় ছাত্রলীগের প্রত্যাশা অনুযায়ী আসন কম হয়েছে অভিযোগ এনে তা প্রত্যাখ্যান করে। তারা দলীয় কোটায় আসন বরাদ্দের দাবি জানায়। দাবি না মানায় ক্যাম্পাসে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। আসন বরাদ্দ কমিটির আহ্বায়ক প্রফেসর নির্মলেন্দু শীল বলেন, মেধার ভিত্তিতে যোগ্য ছাত্ররা আসন পেয়েছে। এ নিয়ে কিছু বলার নেই।

মহাজোট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর হল দখলকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগ ও শিবিরের মধ্যে সংঘর্ষের জের ধরে এর আগে কলেজ বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল। এক পক্ষ অন্য পক্ষের বিরুদ্ধে থানায় মামলাও করে। কিন্তু কলেজ খোলার পর থেকে ছাত্রলীগ আবার বেপরোয়া হয়ে উঠছে।